৫. বাইবেল পড়া

বাইবেল কেবলমাত্র অনেকদিন আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার একটি গল্প বই নয়। আবার এটি এমন বইও নয় যেখানে কেবল ভবিষ্যতে যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেবিষয়গুলো সম্পর্কে ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে। বাইবেল এমন একটি বই যেখান থেকে আমরা জানতে ও শিখতে পরি ঈশ্বর কিভাবে আমাদের বর্তমান জীবন অতিবাহিত করা দেখতে চান। আপনি যদি এখনো প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করা শুরু না করে থাকেন, তাহলে আজকে থেকেই আপনার বাইবেল প্রতিদিন পড়ার জন্য সত্যিকারের উদ্দোগ নিন।

মূল পাঠঃ নহিমিয় ৮:১-১২

ইস্রায়েলের খুব অল্প সংখ্যক লোকেই পূর্বে বাইবেল পড়া শুনেছিল। তাদের শিক্ষক এবং পুরহিত ইষ্রার কাছে সম্ভবত বাইবেলের প্রথম পাচটি বই (পুস্তক) এবং হয়তো অনান্য আরো কিছু বইয়ের অনুলিপি ছিল। তবে বেশিরভাগ ইস্রায়েলীয়দের সাথে যাদের কাছে পান্ডুলিপিগুলো ছিল তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তারা যখন অর্থ সহ এটা পড়া শুনেছিল তারা কেঁদেছিল।

১. সমাবেশটিতে কে উপস্থিত হয়েছিল? আজকের দিনে কারা বাইবেল পড়বে এ বিষয়ে আমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারি?
২. পাঠ শুরু করার আগে ইষ্রা কি করেছিলেন? আজকের দিনে আমরা কিভাবে বাইবেল পড়ব এ বিষয়ে আমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারি?
৩. তাদের জন্য যা পড়া হচ্ছে তা বোঝা তাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল? আজকের দিনে কিভাবে বাইবের পাঠ করা উচিত এ বিষয়ে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি?
৪. লোকেরা কেন কেঁদেছিল বলে আপনি মনে করেন? কেন তারা উৎসবের আয়োজন করেছিল বলে আপনার মনে হয়।

একটি অত্যাবশ্যকীয় স্বভাবঃ

আমরা যদি ঈশ্বরের কাজ করতে চাই, তাহলে প্রথম যে কাজটি আমাদের করতে হবে তা হল বাইবেলে তিনি আমাদের যা বলেন সে বিষয়ে জানা। তাছাড়া অন্য আর কি উপায় আছে যার মাধ্যমে আমরা তাকে জানতে পারি তিনি আমাদের কি কাজে ব্যবহার করতে চান? বাইবেলে ঈশ্বর যা বলেছেন তা যদি আমরা না শুনি বা না জানতে চাই, তবে তিনি আমাদের প্রার্থনাও কান দেবেন না (হিতোপদেশ ২৮:৯)।

ঈশ্বর আমাদেরকে তার বাইবেল দিয়েছেন যেন আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি। পৌল লিখেছেন:

> পবিত্র শব্দের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, যাতে ঈশ্বরের লোক সম্পুর্নভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। (২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭)

তাই আমরা যদি সত্যিকার ভাবে যীশুর অনুসারী হতে চাই এই বইটি আমাদের খুব ভাল ভাবে জানতে হবে। ঈশ্বর এটি আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা জানতে পারি তিনি কে এবং তার ইচ্ছা অনুসারে আমরা কিভাবে জীবন যাপন করতে পারি। এটি লেখা হয়েছিল যাতে এটি আমাদের জীবনের একটি অংশ হতে পারে। আমাদের জীবনে সমস্যা আসে আমরা যেন বাইবেলের থেকে সাহাজ্য নিতে পারি। বাইবেল কেবলমাত্র বিপদজনক মুহুর্তগুলোর জন্য নয় এটি প্রতিদিনের প্রশিক্ষনের জন্য।

কিছু পরামর্শঃ

১. **প্রার্থনা করুন**
কারন যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন

> চাও, তোমাদরে দেওয়া হবে; খোঁজ কর, পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে। (মথি ৭:৭)

আরো দেখুন যাকোব ১:৫। আমরা যদি ঈশ্বরে কাছে চাই, তাহলে তিনি আমাদের বাইবেল বুঝতে এবং বাইবেলের শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবেন।

২. **একটি পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহার করুন**
যেহেতু বাইবেল একটি বড় বই এবং যেহেতু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি পড়ার জন্য একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি থাকা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। (এই অধ্যায়ের শেষ অংশে দুটি পাঠ পরিকল্পনা সরবরাহ করা হয়েছে।) সর্বোপরি যেহেতু এটি আপনার জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আর এটি যদি পড়া যদি মূল্যবানই হয়ে থাকে, তাহলে এটি ভালভাবেই পড়া উচিৎ। বাইবেল পড়ার জন্য একটি পাঠপরিকল্পনা আপনাকে সম্পুর্ন বাইবেলটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক ভাবে পড়তে সহাজ্য করবে।

৩. **একটি নির্ধারিত সময় বেছে নিন**

কার্যকর ভাবে বাইবেল পড়া কেবল তখনই সম্ভব যখন আপনি তাড়াহুড়া করে এটি না পড়েন। আপনার প্রতিদিনের সময় থেকে নির্দিষ্টভাবে ২০-৩০ মিনিট সময় বেছে নিন। এই সময়টাতে কয়েকটা বাইবেলের অধ্যায় পাঠ করুন এবং চিন্ত সহকারে সেগুলো অর্থ বুঝবার চেষ্টা করুন। বাইবেলের বাক্য এবং কি ঘটনার প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতে তা লেখা হচ্ছে সে বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য ধরুন এবং সময়ের সাথে সাথে একসময় সবকিছু আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ঈশর যিহশুয়কে বলেছিলেন

> আইন কানুনের এই বইয়ের মধ্যে যা লেখা আছে তা যেন সব সময় তোমার মুখে থাকে। এর মধ্যে যা লেখা আছে তা যাতে তুমি পালন করার দিকে মন দিতে পার সেই জন্য দিনরাত তা নিয়ে তুমি গভীরভাবে চিন্তা করবে। তাতে সব কিছুতে তুমি সফল হবে এবং তোমার মঙ্গল হবে । (যিহোশূয় ১:৮)

আরো দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৮-২১

৪. **প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন**

- বাইবেল পড়ার সময় আপনি যদি আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আপনি অনেক বেশি ফলবান হবেন।
- আমি যাদের বিষয়ে পড়ছি তারা আসলে কে?
- কেন তারা এই কাজ করছে?
- কেন ঈশ্বর তাদের কাজের প্রতি এই ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন?
- এখানে আমার জন্য কি শিক্ষা রয়েছে?
- এই অংশটি কি আমার পড়া অন্য কোন বাইবেলে অংশের কথা আমাকে স্বরন করায়?

আপনার প্রশ্নগু এবং মতামতগুলো আপনি যদি একটা নোট বইয়ে লিখতে শুরু করেন ও তা নিয়মিত ব্যবহার করেন তাহলে আপনি ব্যপকভাবে উপকৃত হবেন। এইভাবে আপনি আপনার সংরক্ষিত নোটগুলো হয়তো আরেকজন অভিজ্ঞ বাইবেল পাঠকের কাছেও নিয়ে যেতে পারেন; এবং তার সাথে আলোচনা করে দেখতে পারেন সে আপনাকে সাহযোগিতা করতে পারে কি না। অথবা হয়তো আপনি নিজেই আরো বেশি পাঠের মাধ্যমে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে পেতে পারেন।

অপ্রচলিত বা প্রাচীন শব্দ
১. ভষা একটি গতিময় বিষয় - এটি সবসময় পরিবর্তনশীল। নতুন শব্দ প্রচলিত হবার সাথে সাথে পুরাতন শব্দ হারিয়ে যায়, আবার কোন কোন শব্দের অর্থ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তীত হয়। পরিবর্তীত এমন কিছু শব্দের উদাহরন এখানে দেওয়া হল।
২. বাংলা উলিয়াম ক্যারী বাইবেল এবং একটি আধুনিক বাংলা বাইবেল থেকে গীতসংহিতা ১১৯:১৪৭-১৪৮ পড়ুন। “অপেক্ষাতে” শব্দটি দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে?
৩. বাংলা উলিয়াম ক্যারী বাইবেল এবং একটি আধুনিক বাংলা বাইবেল থেকে ফিলিপীয় ১:২৭ পড়ুন। “মলযুদ্ধ” শব্দটি দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে?
৪. উলিয়াম ক্যারী বাইবেল থেকে নিচের শব্দগুলোর মানে খুজে বের করার চেষ্টা করুন।
▪ বগলের রজ্জু (যির ৩৮:১২) ▪ অন্ত্রের পীড়া (২ বংশা ২১:১৫) ▪ মাংস (যাত্রা ১৬:৩) ▪ ইষ্টক (যাত্রা ৫:৮, ১৮) ▪ গবয় (গননা ২৩:২২) ▪ কুপা (ইয়োব ৩৮:৩৭) ▪ শৃগাল (যিরমিয় ১০:২২) ▪ বাতপ্রমী, পৃষত, সম্বর (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:৫)

মানুষ যে সমস্যাগুলো প্রায়শই উল্লেখ করে

১. **“পুরাতন ভাষা বোঝা কঠিন”**। বাইবেলের যে সংস্করন বা ভার্সন আপনি বর্তমানে পড়ছেন তা যদি আপনার কাছে কঠিন মনে হয় তাহলে অন্য একটি অনুবাদ বা সংস্করন চেষ্টা করে দেখুন। কিছু কিছু বাইবেলের সংস্করন বা অনুবাদ অপেক্ষাকৃতভাবে পড়া বা বোঝা সহজ (যেমন CLV - সহজ ভাষায় অনুবাদিত বাংলা বাইবেল)। বাইবেল পাঠ না করার জন্য পুরাতন বা জটিল ভাষা কোন সমস্যাই নয়, কারন আজকার খুব সহযেই একটি সহজ বাংলা অনুবাদ খুজে পাওয়া সম্ভব।

২. **“এটা একঘেয়েমি বা নিরস”**। বাইবেলের সব অংশই পড়া সহজ নয়। বাইবেলের কোন কোন অংশে বিভিন্ন নামের তালিকা অথবা বিস্তারিত নিয়ম বা আইন উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর সবই হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। আপনি যখন কোন অংশ পড়েন ভেবে দেখুন কেন এটি লেখা হয়েছিল এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে কি শিক্ষা দিতে চান। আপনি যদি অধ্যায়টির পূর্বের ঘটনাগুলো জেনে থাকেন এবং সঠিক মনোভাব নিয়ে আরো জানার জন্য পাঠ করেন তাহলে এটি নিশ্চয় আরো উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

৩. **"বাইবেলের বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই"**। এই সময়ের একমাত্র সমাধান হল অধ্যাবসায়। নিয়মিত অধ্যায়রে মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপনি বাইবেলের ভাষা, সংস্কৃতি ও পটভূমি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। একটি বাইবেল ক্লাশ বা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাইবেল পড়ার মাধ্যেমে আপনি আরো ব্যাপক ভাবে উপকৃত হতে পারেন। অন্যদের সংগে একসঙ্গে বসে বাইবেল পড়া এবং সবসময়ই অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য। আপনারা যা পড়েছেন তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার মাধ্যমে একে অন্যকে বুঝতে সহযোগীতা করতে পাড়েন।

বাইবেল অধ্যায়ন একটি বড় চ্যলেঞ্জ, উত্তেজনাপূর্ন এবং জীবন পরিবর্তনকারী এটি কাজ। এটি আপনাকে এতটা উপকৃত ও সমৃদ্ধ করতে পারে যা অন্য আর কোন অধ্যায়ন বা বই করতে পারে না। আপনি যখন নিজে নিজে বাইবেলের বিভিন্ন বিষয়বস্তু খুজে পাবেন এবং আপনার প্রশ্নেগুলোর উত্তর খুজে পাবেন তা হবে আপনার কাছে অনেক বড় পওনা। আপনি যখন শক্ত ভিত্তির উপর দাড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শিখবেন তখন আপনি নিজের মধ্যে একটি নতুন শক্তি উপলব্ধি করবেন, এবং বাইবেল আপনার জীবনে আরো শক্তিশালী এবং জীবন্ত হয়ে উঠবে। আপনার ভুলে গেলে চলবে না যে, অসাাধারন এই বইটি লেখা হয়েছিল যেন আপনি এটি বুঝতে পারেন এবং এর পৃষ্টাগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সংগে পরিচিত হতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

আমরা যদি ঈশ্বরকে খুশি করতে চাই এবং তিনি আমাদের কাছে যা চান তা করতে চাই, তাহলে বাইবেল পড়া একান্তই আবশ্যক। তিনি আমাদেকে বাইবেল দিয়েছেন আমাদের সাহায্য করার জন্য এবং শিক্ষা লাভে জন্য। আপনার বাইবেল পড়া তখনই সার্থক হবে যখন:

- আপনি নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ভাবে এবং চিন্তা সহকারে এটি পড়বেন;
- বাইবেলের এমন একটি সংস্করন/অনুবাদ ব্যাবহার করবেন যা আপনি সহজে বুঝতে পারেন;
- প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর খুজে পাওয়ার চেষ্টা করবেন;
- বাইবেল ক্লাশে অংশগ্রহন করবেন এবং দলীয়ভাবে বা অন্যদের সংগে একসাথে বাইবেল পড়বেন।

চিন্তার উদ্দীপক

১. ফিলীমনের কাছে পৌলের লেখা চিঠিটি (ফিলীমন) পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

   ক. ফিলীমন, আপ্পিয়া এবং আর্খিপ্পের বিষয়ে আমরা আর কি জানি?
   খ. তারা কোথায় বাস করত?
   গ. প্রথম শতাব্দীর আর কোন কোন মন্ডলীর বা চার্চের বিষয়ে আমরা জানি যারা বাড়ীতে মন্ডলী হিসেবে একত্রিত হত (২পদ)? আমাদেরও কি বাড়িতে একত্রিত হওয়া উচিত?
   ঘ. ওনীমিষ কে ছিল এবং সে কি করেছিল? ওনীমিষ নামের অর্থ হল "দরকারী" তার নাম দিয়ে পৌলের মারপ্যাচ কি আপনি খুজে বের করতে পারেন?
   ঙ. ওনীমিষকে গ্রহন করার জন্য পৌল কিভালে ফিলীমনকে রাজী করাল?
   চ. এখান থেকে আমরা অন্যদের কিভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা পাই?

   এই বইটি সম্পর্কে আরো কিছু প্রশ্ন চিন্তা করুন এবং তার উত্তর খুজে বের করার চেষ্টা করুন।

২. প্রেরিত ১:১৬-২০ এবং যোহন ১৩:১৮ দুটো অনুচ্ছেদই পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধতি দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো যিহুদ ইষ্কারিয়তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

   ক. প্রাথমিক ভাবে পুরাতন নিয়মের এই অনুচ্ছেদগুলোতে কি যিহুদাকেই উল্লেখ করা হয়েছে? না করা হলে কাকে উল্লেক করা হচ্ছে?
   খ. আপনি কি আর কোন পুরাতন নিয়মের অনুচ্ছেদ খুজে বের করতে পারেন যেখানে যিহুদার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. বাইবেলে উল্লিখিত বংশতালিকাগুলো অনেক সময় নিরস বা প্রানহীন মনে হয়। কিন্তু এটি তেমন নয়! মথি ১ অধ্যায় থেকে যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকাটি পড়ুন।

   ক. কেন এই বংশতালিকাটি আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে?
   খ. এই তালিকাটিতে চারজন মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে: তামর, রাহব, রূত এবং বৎশেবা। তাদের প্রত্যেকের জাতীয়তার কি ছিল? এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই?
   গ. এই চারজনের মধ্যে তিন জন দৈহিকভাবে (যৌন) পাপ করেছিল। তা থেকে আমরা কি শিখতে পারি?
   ঘ. এখানে দেখা যায় যে কিছু কিছু প্রজন্মকে উল্লেখ করা হয়নি। যেগুলোর কিছু খুজে বের করার চেষ্টা করুন। (ইঙ্গিত: ঊষিয়ের বাবা কে ছিলেন?)
   ঙ. ১৭ পদে যে সংখ্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কি সঠিক? যদি না হয়, কেন নয়?

চ. লূক ৩ অধ্যায়েও যীশুর বংশ তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটিতে সব ভিন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেন?.

২. যোনা ১ অধ্যায় পরুন এবং ক্লাশের অন্যন্য সদস্যদের জন্য ১০টি প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করুন।

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুনঃ

- *Exploring the Bible* (published by The Christadelphian, 1973) and *Enjoying the Bible* (2nd ed, published by Biblia, 1984), both by Harry Whittaker. These are excellent and motivating books on reading and studying the Bible.
- *Getting to know the Bible better* by Rob J Hyndman (2006). Chapter 2 covers "Starting to read the Bible" and Chapter 7 covers "Bible study tools".
- *How to read the Bible for all it's worth: a guide to understanding the Bible* by Gordon Fee and Douglas Stuart (published by Scripture Union, 1982). This is a more technical book but is very helpful in discussing interpretation and different types of Bible literature.
- *Bible companion* (available from any Christadelphian ecclesia). This gives daily readings for one year with three different sections each day. It covers the Old Testament once and the New Testament twice each year.
  (বাইবেল পড়ার এই তালিকাটি বাংলায়তেও অনুবাদিত হয়েছে এবং যে কোন খ্রীষ্টেডেলফিয়ান মন্ডলী বা ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব)
- *Bible reading planner* (published by the Christadelphian ALS). This gives daily readings for one year with one chapter to read each day. Through the year, you will read from many different parts of the Bible. The accompanying booklet helps explain each chapter.

আরো দেখুনঃ

১. ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য
২. বাইবেলে বিশ্বাস করার কারন